প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২৩

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

শব্দ সংক্ষেপণ ৩

অধ্যায় ১ – ভূমিকা ৪-৫

অধ্যায় ২ – নীতিমালার ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য.....৫-৭

অধ্যায় ৩ –প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন কৌশল.....৭-**১৫**

অধ্যায় ৪ – নীতিমালার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ১৬**-১৮**

অধ্যায় ৫ – সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ভূমিকা ১৮-১৯

অধ্যায় ৬ – উপসংহার **২০**

অধ্যায় ৭ – সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২১-২৪

শব্দ সংক্ষেপ

টিএনএ (TNA)	ট্রেনিং নিডস এসেসমেন্ট
আরএমজি (RMG)	রেডিমেড গার্মেন্টস
বিপিজিএমইএ (BPGMEA)	বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টারস এ্যাসোসিয়েশন
বিআইপিইটি (BIPET)	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি
আরএসএল (RSL)	রেসট্রিক্টেড সাবস্ট্যান্স লিস্ট
এমএসডিএস (MSDS)	ম্যাটেরিয়ালস সেফটি ডাটা শীট
জিএমপি (GMP)	গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাক্টিস
ইপিআর (EPR)	এক্সটেন্ডেড প্রডিউসার রেস্পন্সিবিলিটি
সেডেক্স (Sedex)	সাপ্লাইয়ার এথিকাল ডাটা এক্সচেঞ্জ
বিএসআই (BSI)	ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড ইন্সটিটিউশন
ডব্লিউআরএপি (WRP)	ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রেসপন্সিবল অ্যাক্রেডিটেড প্রোডাকশন কোড অব কন্ডাক্ট
বিএসসিআই (BSCI)	বিজনেস সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ইনিশিয়েটিভ কোড অব কন্ডাক্ট
পিসি (PC)	পারটিসিপেশন কমিটি
ইএমএস (EMS)	এনভাইরনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
পিপিই (PPE)	পার্সোনাল প্রটেকশন ইকুইপমেন্ট
এসওপি (SOP)	স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসেডিউর
টিপিএম (TPM)	টোটাল প্রোডাক্টিভ মেইনটেন্যান্স

অধ্যায়-১

ভূমিকা

১.১ প্লাস্টিক শিল্প খাত বাংলাদেশের বিপুল সম্ভাবনাময় একটি শিল্প খাত যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেসরকারি বিনিয়োগ ত্বরান্বিতকরণ এবং দেশে অধিক বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি দেশে এবং বিদেশে বৈচিত্র্যময় পণ্যের বাজার ক্রমবর্ধমান হারে প্রসারিত করার মাধ্যমে একটি প্রতিশ্রুতিশীল উৎপাদন ভিত্তি গড়ে তুলতে সহায়তা করে যা একই সাথে অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানিমুখী বাজার সম্প্রসারণে সহায়তা করে। দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচী, নির্মাণ, সাধারণ প্রকৌশল, কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, মোটরযান ও প্যাকেজিং শিল্পসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ খাতের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। সবুজ অর্থনীতির সাথে উচ্চমাত্রায় উদ্ভাবনী সংযোগ স্থাপনেও এ খাতের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

১.২ স্বল্প উৎপাদন ব্যয় এবং বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী উৎপাদন প্রক্রিয়াসমূহ অনুসরণ করে উৎপাদিত প্লাস্টিক পণ্যসমুহ বহুমুখী উপযোগ, স্থায়িত্ব, স্বল্প ওজন এবং প্রকৃষ্ট অন্তরক বৈশিষ্ট্যসমূহের কারণে আধুনিক জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান সময়ে প্লাস্টিক আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। রান্নার সরঞ্জাম, চিকিৎসা উপকরণ, নির্মাণ সামগ্রী, মোটরযানের যন্ত্রাংশ, নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি, প্যাকেজিং উপকরণ এবং গৃহ সজ্জাসহ আধুনিক জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্লাস্টিক পণ্যসমূহ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার, জ্বালানি সাশ্রয়, উদ্ভাবনী ডিজাইন এবং অন্যান্য ব্যয় সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনার কারণে বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের পণ্যসমূহের ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে।

১.৩ বাংলাদেশের প্লাস্টিক শিল্প বৈশ্বিক প্লাস্টিক পণ্য বাজারে একটি গুরুত্বপুর্ণ স্থান দখল করতে পারে। বর্তমান ৫৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈশ্বিক প্লাস্টিক পণ্য বাজারের মাত্র শতকরা ০.৬ ভাগ বাংলাদেশের দখলে আছে। গ্র্যান্ড ভিউ রিসার্চের সমীক্ষায় জানা যায়, ২০২৫ সালের মধ্যে প্লাস্টিক পন্যের বৈশ্বিক বাজার ৭২১.১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে। দেশে ও বিদেশে আমাদের প্লাস্টিক পণ্যের সামগ্রিক বাজার প্রায় ২.৯৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে ৮৩.৪ শতাংশ দেশিয় এবং অবশিষ্ট ১৬.৬ শতাংশ আন্তর্জাতিক বাজার। বাংলাদেশে প্লাস্টিক পন্যের গড় মাথাপিছু ব্যবহার প্রায় ৫-৭ কেজি, যেখানে বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক পণ্যের গড় মাথাপিছু ব্যবহার প্রায় ৫০ কেজি (উৎসঃ বিপিজিএমইএ)। বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মূলতঃ যথাযথ নীতিগত সহায়তার অভাবে বাংলাদেশ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্লাস্টিক পণ্য রপ্তানির বাজার সুবিধা অর্জনে অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

১.৪ বাংলাদেশের প্লাস্টিক শিল্পের অগ্রগতির বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এ খাতে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ মোকাবেলার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি এবং কৌশলগত দিকনির্দেশনার অভাব রয়েছে। মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পরীক্ষার সুবিধা, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, ডাইজের নকশা প্রণয়ন এবং ডাইজ তৈরির সুবিধা, প্লাস্টিক বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা-বান্ধব কর ও শুল্ক সুবিধা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের ঘাটতি প্লাস্টিক শিল্প খাতে পরিলক্ষিত হয়। এ খাতের টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে এ সকল ঘাটতিসহ অন্যান্য মৌলিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করা প্রয়োজন। কৌশলগত কর্মপদ্ধতি এবং প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা গড়ে তোলা না হলে বাংলাদেশি প্লাস্টিক পণ্যের বিশ্ববাজারে সুনাম অর্জন করা দুরূহ হবে।

১.৫ সরকার উপর্যুক্ত বিবেচনার আলোকে প্লাস্টিক শিল্প খাতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২৩ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ নীতিমালা প্লাস্টিক শিল্প খাতে বর্ধিত গতিশীলতা আনয়নে উৎপাদন প্রযুক্তি এবং পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, নতুন পণ্য উদ্ভাবন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তির উতকর্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। একই সাথে, একটি টেকসই সার্কুলার ইকোনমি গড়ে তুলতে প্লাস্টিকের ব্যবহার সম্পর্কিত যথাযথ কার্যক্রম নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনাও এ নীতিমালা প্রদান করছে।

১.৬ প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২৩ প্লাস্টিক বর্জ্য এবং আবর্জনার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস, ব্যবহারকারীদের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহনে উৎসাহ প্রদান, প্লাস্টিক পুনঃব্যবহার এবং পণ্য উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি, আবর্তনশীল অর্থনীতি (সার্কুলার ইকোনমি)তে বিনিয়োগ ও উদ্ভাবন পরিবেশ গড়ে তোলা এবং জৈব ও প্রাকৃতিকভাবে পচনশীল পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করে জীবাশ্ম কাঁচামালসমূহের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তি গ্রহণ করতে এই শিল্পকে প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহকে চিহ্নিত করে। এই নীতিমালায় প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ নীতিমালা বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়সমূহের অন্যান্য নীতির বিধানাবলীর বিরোধের ক্ষেত্রে এই নীতিমালায় বর্ণিত নির্দেশাবলী প্রাধান্য পাবে এবং অন্যান্য নীতির বিধানাবলী অগ্রাহ্য মর্মে গণ্য হবে।

অধ্যায় ২

নীতিমালার ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১ প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা একটি সামগ্রিক কাঠামো যা বাংলাদেশে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিসমূহ ধারণ করে পরিবেশ-বান্ধব প্লাস্টিক শিল্পের সার্বিক পুনরুজ্জীবন এবং উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করে।

২.২ রূপকল্পঃ

বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক পর্যায়ের মূল্য সংযোজনে বাংলাদেশের প্লাস্টিক শিল্পের অবস্থান সুরক্ষিত করতে এ শিল্পের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

২.৩ অভিলক্ষ্যঃ

২.৩.১ উচ্চ মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্লাস্টিক উৎপাদন শিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা; মানব সম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়ন; দেশিয় ও বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আকর্ষণ করা; বাজার প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করা; চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অত্যাধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি সমূহের ব্যবহার নিশ্চিত করে উদ্ভাবন, শিল্প সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন; এসএমই ব্যবসা উদ্যোগসমূহকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এ শিল্প খাতের ধারাবাহিক সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখা।

২.৪ এই নীতিমালার লক্ষ্যঃ-

(ক) ধারাবাহিকভাবে এ খাতে ১৫% হারে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা;

(খ) ২০২৬ সালের পূর্বেই এ শিল্পখাতের নতুন ব্যবসা উদ্যোগ সম্প্রসারণজনিত উদ্ভূত সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ নির্মূল করা;

(গ) প্লাস্টিক এবং প্যাকেজিং শিল্পের বাজার ২০২৮ সালের মধ্যে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা;

(ঘ) দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে এ খাতে ২০২৮ সালের মধ্যে ১০,০০০ জনকে চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(ঙ) এ খাতে ২০২৮ সালের মধ্যে ৫,০০,০০০ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;

(চ) ২০২৮ সালের মধ্যে মোট জিডিপিতে প্লাস্টিক খাতের অবদান ন্যূনতম ২% বৃদ্ধি করা;

(ছ) ২০৩০ সালের মধ্যে প্লাস্টিক এবং প্যাকেজিং পণ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে শতভাগ বর্জ্যমুক্ত জাতি (জিরো ওয়েস্ট নেশন) হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া।

২.৫ নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ

২.৫.১ প্রত্যাশা করা হচ্ছে উপর্যুক্ত রূপকল্প এবং অভিলক্ষ্যসমুহ অর্জনে এ নীতিমালা নিম্ন বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে -

(ক) মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি

সমগ্র দেশব্যাপী স্থানীয় পণ্যসমূহের বাজার সম্প্রসারণের জন্য আমদানি বিকল্প পণ্যের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং অধিকতর মূল্য সংযোজিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা।

(খ) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দেশীয় ব্র্যান্ড সৃষ্টি করা

আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গুণগত মান এবং কারিগরি বিনির্দেশ অর্জনের জন্য বাংলাদেশে সাশ্রয়ী মূল্যের ব্র্যান্ড এবং মডেলের পণ্য উৎপাদন করতে স্থানীয় শিল্পসমূহকে সক্ষম করে বৈশ্বিক **মূল্য সংযোজন** প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যৌথ উদ্যোগে শিল্প কারখানা স্থাপনে সহায়তা করা।

(গ) বাজারে প্রবেশাধিকার সম্প্রসারণ করা

স্থানীয় পর্যায়ে আমদানি বিকল্প পণ্যসমূহের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য সুবিধার আওতায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আমেরিকা ও এশিয়ার দেশসমূহে প্লাস্টিক পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করা।

(ঘ) দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি

গতিশীল-দক্ষ কর্মপরিবেশ তৈরি করা এবংবৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম এ শিল্প খাতে এমন দক্ষ শ্রম সরবরাহ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশকে একটি স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং আগামী দশক জুড়ে, প্লাস্টিক খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সৃষ্টির জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তোলা।

(ঙ) উদ্ভাবন, গবেষণা এবং উন্নয়নের সুযোগ সম্প্রসারণ করা

প্লাস্টিক খাতে উদ্ভাবন এবং গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে নকশা প্রণয়ন ও প্রকৌশলগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং নিরবিচ্ছিন্ন প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সংগ্রহ বেগবান করা।

(চ) চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি আহরণ

প্লাস্টিক খাতে আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির উপকরণসমূহের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিসমূহের প্রচলন করা।

(ছ) নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ

প্লাস্টিক শিল্প খাতের বৃহৎ বিনিয়োগকারিদের সাথে ক্ষুদ্র উৎপাদক, স্থানীয় উদ্যোক্তা এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মধ্যে পারস্পারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ এবং ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করা।

(জ) টেকসই উন্নয়ন

রূপকল্প ২০৪১ অর্জন, প্লাস্টিক অর্থনীতি সম্পর্কিত বৈশ্বিক চুক্তি ২০১৮-২০২৫-এর লক্ষ্যমাত্রা সমুহ অর্জন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্লাস্টিক খাতের ভবিষ্যৎমুখী টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং সার্কুলার ইকোনমি বিষয়ক জাতিসংঘের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

অধ্যায় ৩
প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন কৌশল

শিল্পখাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিতকরণ এবং কেন্দ্রীয় রিজার্ভে অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা যোগান দেওয়ার মাধ্যমে এ নীতিমালাটি প্লাস্টিক শিল্পের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ভিত্তি সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করে। এই খাতে বিদ্যমান অন্তরায়গুলোকে অপসারণ করতে এবং সর্বোপরি, বাংলাদেশে প্লাস্টিক শিল্পের উন্নয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত নীতিগত কৌশলসমূহ গ্রহণ করা হবেঃ

৩.১ কৌশল-১: দেশিয় শিল্পের বিকাশ

৩.১.১ স্থানীয় শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ নীতিমালার অধীনস্ত স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচির আওতায় নিম্নবর্ণিত প্লাস্টিক শিল্পসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে:

(ক) মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনকারী প্লাস্টিক শিল্প
(খ) কর্মসংস্থান সৃজনকারী প্লাস্টিক শিল্প
(গ) বৃহদাকার ব্যবসায়িক সহায়তা প্রদানকারী প্লাস্টিক শিল্প
(ঘ) উদ্ভাবনী, গবেষণামুখী ও ক্রমবিকাশমান প্লাস্টিক শিল্প এবং
(ঙ) আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনকারী এবং রপ্তানি সম্প্রসারণকারী প্লাস্টিক শিল্প

৩.১.২ দেশিয় প্লাস্টিক শিল্পসমূহের বিকাশ এবং এ খাতের নিরবিচ্ছিন্ন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকার নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবে-

(ক) দেশিয় ও বৈদেশিক বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে প্লাস্টিক শিল্প সম্পর্কিত এমন সহায়ক শিল্পসমূহ স্থাপনে উৎসাহিত করা;
(খ) এ শিল্প খাতে বিনিয়োগ বিকাশ নিশ্চিতকরণ এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় প্রযুক্তি ও জ্ঞান বিনিময় কার্যক্রম পরিচালনা করা ;
(গ) উদ্যোক্তা ও ব্যবসায় প্রচারমূলক পরিষেবাসমূহের বিকাশ;
(ঘ) টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে এবং প্লাস্টিক শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এমন ধরণের ব্যয়-সাশ্রয়ী শিল্প উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

(ঙ) আমদানি বিকল্প পণ্যসমূহ উৎপাদন থেকে প্লাস্টিক শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে রপ্তানিমুখী পণ্যের দিকে ধাবিত করা।

৩.১.৩ প্লাস্টিক **শিল্পাঞ্চল/অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃজন**

যথাযথ অবকাঠামো নিশ্চিতকরণ, এসএমই শিল্প উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান, বিশেষায়িত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিষেবাসমূহ প্রদান, পরিবেশগত দুর্যোগ এড়ানো এবং কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিসিকের শিল্প নগরী বা নির্ধারিত বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে সরকার প্লাস্টিক শিল্পের জন্য শিল্প নগরী বা বিশেষ **অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃজন** করবে।

৩.১.৪ মোল্ড ও নকশা প্রণয়ন

মধ্য ও উচ্চ শ্রেণির বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য সরকার **মোল্ড** তৈরির কারখানা স্থাপন উৎসাহিত করবে (এ কাযর্ক্রমে কেন্দ্রীয়ভাবে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) অথবা এফডিআই-নির্ভর যৌথ বিনিয়োগের উপর সরকার গুরুত্ব আরোপ করবে)।

৩.২ কর্মকৌশল ২: প্লাস্টিক শিল্পের ভাবমুর্তি সম্প্রসারণ করা

সাধারণভাবে, উৎপাদনকারী এবং ভোক্তাদের কাছে বাংলাদেশের প্লাস্টিক শিল্পের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল নয়। সমাজের একটি কল্যাণমূখী শিল্প হিসাবে প্লাস্টিক শিল্পের ভাবমূর্তি ধরে রাখতে নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবে:

৩.২.১ প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়নের প্রয়োজনীয় সমস্যা সমুহ চিহ্নিত করা হবে এবং উক্ত সমস্যা হতে উত্তরণের ‘সর্বোত্তম চর্চাসমূহ’ অনুসরণের উপায় নির্ধারণে প্রয়োজনীয় সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে।

(ক) বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলোজি (বিপেট) প্লাস্টিক শিল্প খাতের একটি কেন্দ্রীয় মুখপাত্র সংস্থা হিসাবে কাজ করবে এবং প্লাস্টিক ও টেকসই উন্নয়ন তরান্বিতকরণে প্লাস্টিক শিল্পের ইতিবাচক ভূমিকা প্রচার করতে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলোজি (বিপেট) এর অধীনে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হবে;

(খ) প্লাস্টিক সামগ্রী ও পণ্য ব্যবহারে ভোক্তাকে উদ্বুদ্ধ করা ও প্লাস্টিক শিল্প সম্পর্কে ইতিবাচক বার্তাসমূহ সামাজিক ও গণমাধ্যমে প্রচার করতে বিভিন্ন তথ্যচিত্র এবং প্রেজেন্টেশন তৈরি করবে এবং এ কার্যক্রমে তৃতীয় পক্ষ, যেমন-ব্র্যান্ডের মালিক, খুচরা বিক্রেতা, অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করবে;

(গ) দেশের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতির কারণে প্লাস্টিক শিল্পখাতে উদ্ভূত বিভিন্ন সুযোগ এবং প্লাস্টিক শিল্পের ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে কার্যকর করতে কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে;

(ঘ) সার্কুলার ইকোনমির প্রসারের মূল প্রতিবন্ধকতাসমুহকে চিহ্নিতকরণে একটি সার্কুলার ইকোনমি প্লাটফর্ম স্থাপন করা হবে।

৩.৩ কর্মকৌশল ৩: প্লাস্টিক শিল্পের মূল্য সংযোজন পদ্ধতি উন্নত করা

প্লাস্টিক শিল্প খাতের কার্যকর **মূল্য সংযোজন পদ্ধতি বাস্তবায়ন** করা এই নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য। বৈশ্বিক **মূল্য সংযোজন** চেইনে দেশিয় প্লাস্টিক শিল্পের সক্রিয়অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবে:

(ক) ভবিষ্যত উন্নয়নের মানদন্ড নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ এবং শিল্পখাতের অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

(খ) গুণগতমান, উৎকর্ষতা, ব্যয় সংক্রান্ত ও অন্যান্য মানদন্ডের আলোকে রপ্তানিমুখী স্থানীয় প্লাস্টিক পণ্যসমূহের উৎপাদন সহজতর করতে শিল্প খাতের পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুবিধা নিশ্চিতকরণে একটি অগ্রাধিকারভিত্তিক কারিগরি সহায়তা কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

(গ) প্যাকেজিং, উৎপাদন এবং বিপণনের ক্ষেত্রে মান শৃঙ্খলে প্রচারণা সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান করা হবে।

৩.৪ কর্মকৌশল ৪: বৈশ্বিক বাজারে অধিকতর প্রবেশে গুরুত্ব আরোপ

৩.৪.১ এ খাতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি স্থানান্তর, ল্যাবরেটরী টেষ্টিং এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য একটি অত্যাধুনিক প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৩.৪.২ প্লাস্টিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে বৈশ্বিক বাজারে অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক করে গড়ে তোলার জন্য নিম্নবর্ণিত সহায়তা প্রদানমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে-

(ক) রপ্তানিমুখী ব্যবসা উৎসাহিত করতে বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কর্মসূচী গ্রহণ;

(খ) প্লাস্টিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকদের আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা ও পদ্ধতিসমূহ এবং বৈশ্বিকবাজারে অনুপ্রবেশ এবং অধিকতর অংশীদারিত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ;

(গ) পণ্যের গুণগত মান এবং আনুষঙ্গিক সেবা বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি করে এ ধরণের অত্যাধুনিক উদ্ভাবনী প্রযুক্তি সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ;

(ঘ) অধিকতর বিদেশের বাজার উন্নয়ন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে উৎসাহ মূলক কর অব্যাহতি বা অন্যান্য ধরণের প্রণোদনা প্রদানে গুরুত্ব আরোপ;

(ঙ) দেশীয় প্লাস্টিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে দেশি ও বিদেশি নকশা প্রণয়নকারীদের সাথে পরিচিতির পাশাপাশি বিভিন্ন নতুন প্রকল্প বিষয়ে অবহিত থাকতে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি এবং দেশীয় ভাবে প্রণীত নকশা উৎপাদন কার্যক্রম এবং ব্যবহার উপযোগী নিশ্চিত করণে যথাযথ প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রতি বছর 'মীট দ্য বায়ার' বা ক্রেতা-বিক্রেতার পরিচিতিমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন;

(চ) বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের হাই কমিশন বা দূতাবাস কর্তৃক ইউরোপীয় ইউনিয়ন, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা এবং এশিয়ার ক্রমবর্ধনশীল বাজারবিশিষ্ট দেশসমূহে বাংলাদেশের প্লাস্টিক শিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কে প্রচার;

(ছ) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় প্লাস্টিক শিল্প খাতের বিভিন্ন সমিতি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহের অবাধ উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে কার্যকর যোগাযোগ প্ল্যাটফর্ম তৈরি;

(জ) বৈশ্বিক বাজারের অনুশাসন এবং বহুপাক্ষিক বাণিজ্য পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে স্থানীয় উৎপাদনকারীদের সচেতন করতে বৈদেশিক বাজারের কমপ্লায়েন্স ও অন্যান্য শর্তাবলী পূরণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সৃষ্টি;

(ঝ) কমপ্লায়েন্স সম্পর্কিত বিষয়াদি, সনদ প্রাপ্তির শর্তাবলী, বৈশ্বিক ব্যবসা সম্পর্কিত চর্চাসমূহ এবং মেধা সম্পদের বৈশ্বিক নিবন্ধন বিষয়ে শিল্প মালিকদের পরামর্শ প্রদান;

(ঞ) নেট ওয়ার্কিং প্রযুক্তি, বিনিয়োগের সহজলভ্যতা, পণ্যের মান নির্ধারণ, প্লাস্টিক শিল্প প্রতিষ্ঠান ও এর অংগ প্রতিষ্ঠানসমূহের আন্তর্জাতিক বাজার সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তি, স্থানীয় ও বৈদেশিক পরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তি, আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিস্থিতি বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

ট) বৈশ্বিক মূল্য সংযোজন চেইনে অধিকতর স্থান দখলে উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ন্যানো-প্রযুক্তি, বায়ো-টেকনোলজি, রোবোটিকস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অফ থিংস, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ব্লকচেইন প্রযুক্তি এবং অন্যান্য অনুরূপ প্রযুক্তিসমূহের সাথে নিজেদের সামঞ্জস্যপুর্ণ করে গড়ে তুলতে প্লাস্টিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রণোদনা প্রদান ।

৩.৫ কর্মকৌশল ৫: দক্ষতা বিকাশ এবং প্রশিক্ষণ উন্নয়ন

৩.৫.১ দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহ তিনটি বিভাগে যথাক্রমে প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনকারী, রূপান্তরকারী এবং সহায়ক শিল্প ইত্যাদিতে বিভক্ত করত এ শিল্প উন্নয়ন সাধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এ শিল্পখাতের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিম্ন বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করা হবে:

(ক) কারিগরি ও পেশাগত (ভোকেশনাল) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা, হালনাগাদ প্লাস্টিক প্রযুক্তি এবং মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত প্রযুক্তির বিষয়ে চাহিদা-নির্ভর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে উৎসাহ প্রদান;

(খ) কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্লাস্টিক শিল্পের যন্ত্র পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ; প্লাস্টিক প্রকৌশল; মান নিযন্ত্রণ; ছাঁচ নকশা ও ছাঁচ তৈরি; পণ্যের নকশা; কর্ম পরিবেশসুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ; বর্জ্য পুনর্ব্যবহার এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান;

(গ) পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি এবং নতুন প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং প্লাস্টিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতামূলক উদ্যোগসমূহকে নিয়মিত পুরস্কৃতকরণ;

(ঘ) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমনঃ অর্থায়ন, ব্যবস্থাপনা, বিপণন, নতুন পণ্য তৈরি, গুণগত মান বৃদ্ধি এবং মানবসম্পদের উন্নয়নমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে উৎসাহিত করা হবে এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রমে সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান;

(ঙ) সরকারি অথবা বেসরকারি বা আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহায়তায় উদ্যোক্তা তৈরি এবং আধুনিক প্রযুক্তির বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন;

(চ) প্লাস্টিক শিল্পের উন্নয়নে মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনী কার্যক্রম ত্বরান্বিত করণে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে-

(১) বিদ্যমান শ্রম দক্ষতার ঘাটতিসমূহ পুরণে বিপেট (বিআইপিইটি) প্লাস্টিক শিল্পের প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা বিষয়ক চলমান বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত কোর্স এবং স্নাতক/স্নাতকোত্তর কোর্স সম্পর্কিত তথ্যের অনলাইন হাব (on-line Hub) চালুকরণ;

(২) বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমুহে প্লাস্টিক শিল্পের উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত নকশা প্রণয়ন ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে একটি গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল সৃজন;

(৩) দক্ষ জনশক্তি তৈরি সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিকাশে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ প্রদান;

(৪) প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমকে অধিকতরভাবে এ শিল্প খাত উপযোগি, শিল্প-বান্ধব এবং বাজার-নির্ভর করণে আইএসসি (ISC)গুলো সম্পৃক্তকরণ;

(৫) শিল্প ও একাডেমিয়ার মধ্যে কার্যকর ফোরাম গড়ে তোলা বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহ প্রদান;

(৬) দেশে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কারিগরি বা প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সহায়ক পরিবেশ তৈরি;

(৭) বেসরকারি খাতে প্লাস্টিক প্রকৌশল এবং প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহ প্রদান;

(৮) প্লাস্টিক শিল্পে প্রয়োজনীয় দক্ষ শ্রমিকের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিভিন্ন কোর্স চালুকরণ;

(৯) মানব সম্পদ, মান নির্ধারণ ও বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য পেশাগত (ভোকেশনাল) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনকে উৎসাহ প্রদান এবং এ সম্পর্কিত উদ্যোগকে সরকারী অনুদান প্রাপ্তির যোগ্য হিসেবে গণ্যকরণ;

(১০) উচ্চমানের দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে গুরত্ব আরোপ করা হবে। সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পরামর্শ বিনিময় ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিটাক (বিআইটিএসি) উপযুক্ত কোর্স পাঠ্যক্রম প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(১১) শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান; এবং

(১২) সরকারি-বেসরকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তায় কর্মশালা, সেমিনার, শিল্প কারখানা পরিচালনা ও উৎপাদন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, পেশাগত ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.৫.২ প্লাস্টিক প্রযুক্তি সম্বলিত দক্ষতার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র স্থাপন

(ক) আইসিটি ভিত্তিক মানবসম্পদ এ খাতের উৎপাদন প্রবৃদ্ধি বাড়াতে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

(খ) প্লাস্টিক খাতের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে দক্ষতার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ সকল দক্ষতার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে কার্যক্রম পরিচালিত হবে-

(১) প্লাস্টিকের ব্যবহার সংক্রান্ত বিধানসমূহ হালনাগাদ করে বিদ্যমান পণ্যের জীবন চক্রকে বর্ধিত করা;

(২) পণ্য সম্পর্কিত নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং পণ্যের নকশা আধুনিকায়ন;

(৩) পুনর্ব্যবহারের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী পন্থা আহরণ এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য পণ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে উৎপাদন প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন;

(৪) ইঞ্জিনিয়ারিং পলিমার/যৌগ ব্যবহার করে বায়ো-প্লাস্টিক এবং প্রাকৃতিকভাবে পচনশীল প্লাস্টিক পণ্যের উৎপাদন।

৩.৬ কর্মকৌশল ৬: অর্থায়ন ও কর প্রণোদনা

৩.৬.১ মূলধন উদ্দীপক শিল্প হিসাবে প্লাস্টিক শিল্পকে প্রতিযোগিতামূলক হতে আর্থিক সুবিধা প্রাপ্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এ বিষয়ে সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমুহ গ্রহণ করবে-

(ক) সংশ্লিষ্ট সমিতি/আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমুহ যথাযথভাবে অনুমোদিত এসএমই প্লাস্টিক শিল্প উদ্যোগসমূহকে স্বল্প ব্যয়ে ঋণ (তহবিল ব্যয়+৩%) সরবরাহ করবে;

(খ) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্লাস্টিক শিল্পের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে দেশের প্রান্তিক অঞ্চলসমূহে আর্থিক সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা; এবং

(গ) প্লাস্টিক উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে Environment, Sustainability & Quality Compliance (ইএসকিউ কমপ্লায়েন্স) নিশ্চিতকরণে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত ঋণ মঞ্জুরকরণ।

৩.৬.২ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধন বিনিয়োগ, আর্থিক সহায়তা লাভ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা এবং সঠিকভাবে ঋণ ব্যবহার জনিত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

৩.৬.৩ এ খাতের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে ক্ষুদ্র ঋণ, ঋণ নিশ্চয়তা পরিকল্পনা, হায়ার-পারচেজ, দুই ধাপবিশিষ্ট ঋণ, বাণিজ্য ঋণ এবং বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মতো আর্থিক সহায়তাকে উৎসাহিত করা হবে। এ লক্ষ্যে ঃ

(ক) বিশ্বস্ত উদ্যোক্তাগণের অনুকূলে মূলধন যোগান সহজীকরণে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রজ্ঞাপন জারি করবে;

(খ) সরকারি সুবিধাসমুহ প্রাপ্তিতে Standard & Quality Compliance (স্ট্যান্ডার্ড এবং কোয়ালিটি কমপ্লায়েন্স) একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে প্রযোজ্য হবে। নিম্নবর্ণিত শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকারি প্রণোদনা এবং আর্থিক সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে-

(১) বৈশ্বিক বাজারে টেকসই প্রবেশাধিকারের জন্য পরিবেশগত, সামাজিক এবং ইএসকিউ মানদন্ড সম্পর্কিত বিধি বিধান মেনে চলে;

(২) আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশী প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন এবং মোড়কজাত পণ্য উৎপাদনে স্বতন্ত্র মান বজায় রাখে;

(৩) উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (EPR) অনুসরণকারী প্লাস্টিক উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ।

(গ) সরকারের কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ প্রণোদনা লাভের জন্য মনোনীত হতে উৎপাদনকারীগণ নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যকর করণে বাধ্য থাকবেন:

(১) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উৎপাদনের কারণে সৃষ্ট বর্জ্যের স্তূপ পরিকল্পিতভাবে পুনঃ ব্যবহারে নিয়োজিত করা;

(২) প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সহজে পচনশীল পণ্য উৎপাদন এবং যথাসম্ভব স্বল্প মাত্রায় বর্জ্য উৎপাদন করা।

৩.৬.৪ প্রয়োজনীয় বাজেট এবং করারোপ পদ্ধতি

(ক) এ শিল্প খাতের ধারাবাহিক উন্নয়ন সুরক্ষায় সরকার ব্যবসা-বান্ধব কর আরোপ করবে এবং এ শিল্পে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

(খ) প্লাস্টিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন এবং তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর অব্যাহতি এবং ছাড়কে প্রাধান্য দেওয়া হবে-

(১) যে সকল শিল্পসমূহ নতুন পণ্য উৎপাদন করে, গবেষণার মাধ্যমে নতুন পণ্য উৎপাদন করে, উপজাত ও বর্জ্য থেকে চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদন করে, জ্বালানি ও পানির কার্যকর এবং দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন পণ্য উৎপাদন করে সে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে কর অব্যাহতি প্রদান করা হবে;

(২) অনগ্রসর অঞ্চলসমূহে প্লাস্টিক শিল্প স্থাপনের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কর অব্যাহতি প্রদান করা হবে;

(৩) ক্ষুদ্র ও কুটির প্লাস্টিক শিল্পসমূহকে কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করা হবে।

৩.৬.৫ প্রণোদনা

মূসক কর্তৃপক্ষ কতৃক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নবর্ণিত প্রণোদনা প্রদান করা হবে:

(ক) প্লাস্টিক পার্ক বা অনগ্রসর অঞ্চলসমূহে প্রথম দশ বছর আয়কর অব্যাহতি প্রদান;

(খ) আমদানিকৃত মূলধনী সরঞ্জাম, খুচরা যন্ত্রাংশ এবং আনুষাঙ্গিকের উপর শুল্কমুক্ত আমদানি;

(ঘ) মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানীতে পোর্ট সমুহে লোডিং, আনলোডিং, অথবা পণ্য সংরক্ষণের জন্য ফি, রপ্তানি কর, শুল্ক, কর ও ফিসমূহের উপর বিশেষ ছাড়;

(ঙ) কাঁচামাল এবং সরবরাহসমূহের উপর ট্যাক্স ক্রেডিট;

(চ) শিল্প কারখানার প্রয়োজনীয় মূল অবকাঠামোগত উন্নয়নকাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কর ছাড়;

(ছ) ভূমিভিত্তিক টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ, উপযোগিতাসমূহ সহ স্থানীয় পণ্য ও সেবাসমূহ ক্রয়ে হ্রাস কৃত ভ্যাটের প্রয়োগ;

(জ) বন্ডেড ওয়ার হাউজ সুবিধা প্রদান।

৩.৭ কর্মকৌশল ৭: শিল্প উন্নয়ন পরিষেবাসমূহের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

(ক) প্লাস্টিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনজনিত নিবন্ধন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াসমূহ সহজীকরণে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে প্রদান করা হবে;

(খ) উৎপাদন ব্যয় কমাতে প্লাস্টিক শিল্পের ডকুমেন্টশন প্রক্রিয়া একটি অভিন্ন কাঠামোর আওতায় আনা হবে।

(গ) সরকার ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে প্লাস্টিক শিল্পের প্রস্তুতকারক নিবন্ধন সনদপত্র, ট্রেড লাইসেন্স, বিএসটিআই সনদপত্র, ট্রেডমার্ক নিবন্ধন, নকশা এবং পেটেন্ট এর নিবন্ধন, মূসক নিবন্ধন, অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত ছাড়পত্র, বয়লার সনদপত্র, পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সনদপত্র ন্যূনতম সময়ের মধ্যে প্রদান করতে সহায়তা করবে।

৩.৮ কর্মকৌশল ৮ঃ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা অনুশীলন

(ক) প্লাস্টিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার কৌশল ও প্রক্রিয়া হিসেবে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (ইএমএস) সকল প্লাস্টিক শিল্পসমূহে চালু করা হবে।

(খ) উৎপাদন ক্ষেত্রগুলোতে জ্বালানি সাশ্রয়ী কর্মসূচী বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য কারখানাগুলোতে জ্বালানি ব্যবহার এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন করা হবে।

(গ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রণোদনামূলক সহায়তা গ্রহনের যোগ্য বিবেচিত হতে শিল্প মালিকগণকে অবশ্যই সাশ্রয়ীভাবে পানি ব্যবহারের নীতিমালা মেনে চলতে হবে।

(ঘ) সরকার এসোসিয়েশন সমুহের সহযোগিতায় প্লাস্টিক শিল্প উৎপাদন কারখানাসমূহে রাসায়নিক-দুর্যোগ নিরোসন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং উদ্যোক্তাদের আইএসও ১৪০০১, বিজনেস সোশ্যাল কমপ্লায়ন্স ইনিশিয়েটিভ কোড অব কন্ডাক্ট-, ওয়ার্ল্ডওয়াইড রেসপন্সিবল অ্যাক্রেডিটেড প্রোডাকশন কোড অব কন্ডাক্ট-, সেডেক্স মেম্বারস এথিকাল ট্রেড অডিট-, খাদ্য সম্পর্কিত ব্যবহারের জন্য প্রণীত প্লাস্টিকের পণ্যের উৎপাদন বিষয়ক উত্তম চর্চা (Good Manufacturing Practices) সংক্রান্ত নির্দেশিকা, প্লাস্টিক ইউরোপ, এবং সেফিক-এফসিএ, ২০১১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উক্ত নিবন্ধন গ্রহণে সহায়তা করবে।

(ঙ) শিল্প উৎপাদন কার্যক্রম থেকে নিঃসরিত বর্জ্য পানির পরিমাণ সংক্রান্ত দ্বিবার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন ও বর্জ্য পানি নিয়মিতভাবে নিষ্কাশন বিষয়ক সনদ গ্রহন বাধ্যতামূলক সূচক হিসেবে বিবেচিত হবে।

(চ) প্লাস্টিক শিল্প খাতকে আবর্তক অর্থনীতির (circular Economy) অন্যতম খাত হিসেবে পরিগণিত করতে উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (EPR) স্কিম চালু করবে;

ছ) উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (EPR) স্কিম প্লাস্টিক বর্জ্য হ্রাস এবং পরিবেশে প্লাস্টিক বর্জ্যের লিকেজ প্রতিরোধ; (ii) পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর কিছু প্লাস্টিক পণ্যের প্রভাব প্রতিরোধ ও হ্রাস; (iii) উদ্ভাবনী এবং টেকসই ব্যবসায়িক মডেল, পণ্য এবং উপকরণ সহ একটি বৃত্তাকার অর্থনীতিতে রূপান্তরকরণসহ সকল প্রকার প্রচারে সহায়তা করবে।

(জ) সবুজ প্লাস্টিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নোক্তভাবে কারখানায় আবশ্যিকভাবে বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার পদ্ধতি চালু করবে:

(১) প্লাস্টিক শিল্প কারখানাসমূহ তাদের উৎপাদন সৃষ্ট বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের জন্য একটি কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(২) পচনশীল কাঁচামাল ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; এবং

(৩) পুনর্ব্যবহারের জন্য পণ্য অথবা মোড়ক থেকে সৃষ্ট বর্জ্য পুনরায় সংগ্রহ করা।

৩.৯ কর্মকৌশলঃ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনী উৎপাদন

৩.৯.১ প্লাস্টিক এবং প্যাকেজিং শিল্পখাতসমূহে আরও উন্নত ব্র্যান্ড তৈরিতে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ পরিচালিত হবে-

(ক) আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনকারী ও রপ্তানিমুখী প্লাস্টিক শিল্পসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় যথাযথ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও হস্তান্তরকে উৎসাহিত করা হবে এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে;

(খ) আধুনিক মেশিন ও সরঞ্জাম ব্যবহারের জন্য উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদান করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রযুক্তিগত কর্মীদের জন্য তা সহজলভ্য হবে;

(গ) প্লাস্টিক শিল্পসমূহের মান ও মানদন্ড সম্পর্কিত পরিষেবার প্রাপ্যতা অর্জনের জন্য এবং বাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে প্লাস্টিক শিল্প কারখানার আন্তঃ সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

৩.৯.২ পরিকল্পনা

শিল্প এবং একাডেমিয়া, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পুনর্ব্যবহারযোগ্যতা এবং বায়োপলিমার এর উন্নয়নে বর্ধিত সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়ন, ইনকিউবেশন সেন্টার, মেধা সম্পদ সনদায়ন কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য প্লাস্টিক গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল (পিআরওএফ) নামে একটি নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। এ কর্মসূচীর আওতায় থাকবে -

(ক) সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে প্রযুক্তিগত বিনিময় এবং সহযোগিতা গ্রহণ;

(খ) পুরষ্কার প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনের প্রচার;

(গ) উদ্ভাবনী আধুনিক হালনাগাদ প্রযুক্তি এবং মূল্য সংযোজিত পণ্যসমূহ উৎপাদনে অর্থ সহায়তা প্রদান;

(ঘ) অনগ্রসর অঞ্চলসমূহে প্লাস্টিক খাতের উৎপাদন ক্ষমতার উন্নয়ন বৃদ্ধি।

৩.৯.৩ নির্দিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম

(ক) প্লাস্টিক, প্লাস্টিক পণ্যসমূহ এবং প্রাকৃতিকভাবে পচনশীল প্লাস্টিকের ব্যাগের মান উন্নয়নের জন্য বিএসটিআই-এর আওতাধীন একটি প্রযুক্তিগত কমিটি গঠন করা হবে।

(খ) নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে-

(১) অধিকতর টেকসই, দক্ষ, প্রতিযোগিতামূলক, জীবাশ্ম জ্বালানির উপর স্বল্প নির্ভরশীল, আন্তঃসংযোগ প্লাস্টিকের একটি মূল্য সংযোজন তৈরি করা;

(২) প্রাকৃতিকভাবে পচনশীল এবং কম্পোস্টেবল প্লাস্টিকের পণ্যসমূহের নকশা প্রণয়ন করা;

(৩) পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের আবর্তনশীল অর্থনীতি সংক্রান্ত নীতিমালার পরিপূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করা।

(গ) প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারযোগ্যকরণ শিল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের অপারেটরদের মধ্যে যোগাযোগ এবং বাছাইকরণ ও প্রক্রিয়াকরণের কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

(ঘ) প্লাস্টিক খাতের অটোমেশন প্রক্রিয়ার কার্যকার ক্রমবিকাশে Aseptic Filling, High Pressure Processing, Large Cavitations' Moulding, Blow Filling, Nitrogen Dosing, Active Bases, Deeper Grips ,Ergonomic Branded Shapes ইত্যাদি বিভিন্ন উৎপাদন প্রযুক্তির উপর বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

অধ্যায় ৪
নীতিমালার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

৪.১ বাস্তবায়নের সময়কাল

অনুমোদনের তারিখ থেকে ৫ বছর মেয়াদে প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২৩ বাস্তবায়ন করা হবে। মূল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের ফলাফলের ভিত্তিতে সময়ে সময়ে নতুন পরিস্থিতির আলোকে নীতিমালাটি সংশোধন করা যাবে।

৪.২ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

(ক) জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালার বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণের জন্য প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন বিষয়ক একটি জাতীয় কাউন্সিল গঠন করা হবে।

(খ) শিল্প মন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন পরিষদ গঠিত হবে এবং এটি নিম্নবর্ণিত সদস্যসমন্বয়ে গঠিত হবে:

১	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২	প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	ভাইস চেয়ারম্যান
৩	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৭	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
৮	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
৯	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
১০	সচিব , বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
১৩	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন	সদস্য
১৪	রেজিস্ট্রার, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	সদস্য
১৫	চেয়ারম্যান, কেমিকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৬	চেয়ারম্যান, রসায়ন বিভাগ/ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৭	পরিচালক, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)	সদস্য
১৮	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
১৯	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)	সদস্য
২০	সভাপতি, বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক এসোসিয়েশন (বিপিজিএমইএ)	সদস্য
২১	সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)	সদস্য
২২	সভাপতি, ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব স্মল এ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ অব বাংলাদেশ (এনএএসসিআইবি)	সদস্য

২৩	সভাপতি, বাংলাদেশ মোটরসাইকেল অ্যাসেম্বলার্স অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএএমএ)	সদস্য
২৪	সভাপতি, বাংলাদেশ অটোমোবাইল অ্যাসেম্বলার্স অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএএএমএ)	সদস্য
২৫-২৬	প্লাস্টিক খাতের দুই জন বিশিষ্ট শিল্পপতি (শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২৭	উপসচিব/ সিনিয়র সহকারী সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

প্রয়োজন অনুসারে কাউন্সিল যেকোন সংখ্যক সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

৪.৩ প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় পরিষদের দায়িত্ব নিম্নরূপ:

(ক) জাতীয় প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন পরিষদ বিভিন্ন জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা এবং আলোচ্য নীতিমালার মধ্যে নীতিগত সমন্বয় সাধন সম্পর্কিত কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে।

(খ) উক্ত কাউন্সিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে জাতীয় অবস্থানগত নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

(গ) ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন কাউন্সিল পর্যালোচনা করতঃ প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

(ঘ) কাউন্সিল বছরে কমপক্ষে দুই বার বৈঠকে মিলিত হবে।

৪.৪ ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি (এনএসসি)

৪.৪.১ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব প্লাস্টিক শিল্প বিকাশের জন্য ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটির (এনএসসি) সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে জ্বালানি বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, আইসিটি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ডিপিডিটি, বিএসটিআই, বিএবি, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ, বেসরকারি খাত এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডার অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে, যে কোন সংখ্যক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

(ক) উক্ত কমিটি নিয়মিতভাবে নীতিমালার বাস্তবায়ন কার্যক্রম মূল্যায়ন করবে এবং উক্ত নীতিমালার লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য সমন্বিত পদ্ধতি এবং কৌশলসমূহ প্রণয়ন করবে।

(খ) প্রয়োজন সাপেক্ষে, উক্ত কমিটি অতিরিক্ত সদস্য সংযোজন অথবা বিয়োজন করবেন।

(গ) উক্ত কমিটি নির্দিষ্ট মতামত প্রদানের উদ্দেশ্যে যেকোন বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানাতে পারবেন।

৪.৪.২ ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি (এনএসসি) বেসরকারী খাত, বাণিজ্য সংস্থা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাসমূহের বিশেষজ্ঞগণের সাথে নিয়মিত আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন করবে।

৪.৫ কার্যনির্বাহী কমিটি/প্রযুক্তিগত কমিটি

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব প্রয়োজন অনুসারে যে কোন সংখ্যক কার্যনির্বাহী কমিটি অথবা কারিগরি কমিটি গঠন করতে পারবে।

৪.৬ নীতিমালার ব্যাপক প্রসার

(ক) প্লাস্টিক শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করা এবং এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করার জন্য এবং প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় পরিষদের (কাউন্সিল) সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের আলোকে সরকার যে কোন বছরকে "সবুজ প্লাস্টিক বর্ষ" হিসেবে ঘোষণা করতে পারে।

(খ) সরকার একটি সার্বিক জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করবে এবং প্লাস্টিক শিল্পের বিকাশ সাধনে আনুষঙ্গিক উন্নয়ন নীতিমালা, পরিকল্পনা এবং কৌশলসমূহ চিহ্নিত করবে।

(গ) সরকারি ও বেসরকারি প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যম এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় এ নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত করতে সম্ভাব্য ব্যবহারকারী, সরকারি কর্মকর্তা, শিল্প উদ্যোক্তা এবং সাধারণ জনগণসহ সকল সংশ্লিষ্টদের নিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রচারণামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

৪.৭ প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন নীতি ২০২৩ পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা

(ক) প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২৩-এর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ পূরণ হয়েছে কিনা এ বিষয়ে যাচাই এর লক্ষ্যে এ নীতিমালার বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হবে।

(খ) প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালার বাস্তবায়ন কার্যক্রম এবং এর প্রভাব স্বনামধন্য পরামর্শকদের দ্বারা সময়ে সময়ে মূল্যায়ন করা হবে।

অধ্যায় ৫

সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ভূমিকা

৫.১ বেসরকারি খাত এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ভূমিকা

বেসরকারি বৃহৎ শিল্পসমূহ নিম্নবর্নিত কার্যাবলী সম্পাদন করবে-

(ক) বৃহৎ ব্র্যান্ড উৎপাদনকারীবৃন্দ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সাথে সমন্বয় করে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও যৌথভাবে মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ;

(খ) উদ্যোক্তাদের মাঝে পারস্পারিক যোগাযোগ স্থাপনমূলক কার্যক্রম;

(গ) অব্যাহতভাবে উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে গবেষণা ও উন্নয়ন সহযোগিতা বাড়ানো।

৫.২ প্লাস্টিক খাতে উৎপাদনকারী সমিতিসমূহের ভূমিকা

দেশে প্লাস্টিক এবং মোড়কজাত শিল্পের উন্নয়নের জন্য, প্লাস্টিক খাতে উৎপাদনকারী সমিতিসমূহ নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবে-

(ক) স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সদস্যদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান, বাণিজ্য, বাজার অনুপ্রবেশ, উৎপাদন প্রক্রিয়া, গবেষণা ও উদ্ভাবন, ব্যবসা উদ্যোগ ইত্যাদি বিষয়সহ শিল্প কারখানা পরিচালনা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান;

(খ) এ খাতের উন্নয়নের জন্য সংগঠনসমূহ শিল্প মালিকগণের পক্ষে আইন, কাঠামো এবং নীতিমালা প্রণয়ন সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান;

(গ) সংগঠনসমূহ প্লাস্টিক শিল্প খাতের অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান করবে;

(ঘ) যথাযথ আইনের অধীনে ব্যবসায়িক বিরোধ নিষ্পত্তি করতে সংগঠনসমূহ সরকারের সাথে সমন্বয় সাধন ও মধ্যস্থতা করবে;

(ঙ) সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ এবং রপ্তানি মেলা এর মাধ্যমে শিল্প কারখানা পরিচালনা সম্পর্কিত ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিনিময় করবে;

(চ) সংগঠনসমূহ সময়ে সময়ে বাজার পরিস্থিতি এবং আনুষঙ্গিক তথ্য প্রকাশ করবে এবং স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে বাজার সম্প্রসারণে সহায়তা করবে;

(ছ) সংগঠনসমূহ শিল্পের মূলধন যোগান বিষয়ে সমন্বয় সাধন ও সহায়তা প্রদান করবে;

(জ) সংগঠনসমূহ প্লাস্টিক শিল্পের পণ্য ও সেবাসমূহের মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবে;

(ঝ) সংগঠনসমূহ স্থানীয় প্লাস্টিক শিল্পখাতকে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি স্থানান্তরে সহায়তা প্রদান করবে এবং উচ্চ মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ থেকে প্রযুক্তি আহরণ, আর্থিক সহায়তা এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান করবে।

৫.৩ শিল্প মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থাসমূহের ভূমিকা

প্লাস্টিক শিল্পের উন্নয়নের জন্য নীতিমালা বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন বিষয়ক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হবেঃ

(ক) শিল্প মন্ত্রণালয় নিয়মিতভাবে নীতিমালা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের কাজ পরিচালনা করবে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করবে;

(খ) শিল্প মন্ত্রণালয় প্লাস্টিক শিল্পের বিদ্যমান পরিস্থিতি, এর প্রয়োজনীয়তা, অসুবিধা এবং আর্থ-সামাজিক প্রভাব সম্পর্কিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের সংস্কারমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং পরবর্তী করণীয়সমূহ নির্ধারণ করবে;

(গ) শিল্প মন্ত্রণালয় স্থানীয় প্লাস্টিক শিল্পের সাথে সম্পর্কিত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নীতিমালাসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ পরিচালনা করবে;

(ঘ) প্রযুক্তিগত জ্ঞান উন্নয়ন, তহবিল যোগান এবং বিনিময় সম্পর্কিত বিষয়সমূহের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে যৌথভাবে কাজ করবে।

অধ্যায় ৬

উপসংহার

৬.১ প্লাস্টিক শিল্প খাতের আউট সোর্সিং, যথাযথ উৎপাদন প্রযুক্তি, পণ্যের গুণগত মান, বিপণন, দক্ষতা উন্নয়ন, কমপ্লায়েন্স সম্পর্কিত বিষয়াবলী থেকে শুরু করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পুনর্ব্যবহারোপযোগী ইত্যাদি মূল্য সংযোজনের প্রতিটি স্তরে এ খাত বিকশিত করতে এ নীতিমালা নির্দেশিকা হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

৬.২ প্লাস্টিক শিল্প খাতের সময়োপযোগী এবং টেকসই বিকাশে স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। এ কর্মপরিকল্পনাটি প্রয়োজন অনুসারে হালনাগাদ করা হবে এবং এটি প্লাস্টিক শিল্প খাতের ক্রমবিকাশমান উন্নয়নের রোডম্যাপ হিসেবে বিবেচিত হবে।

অধ্যায় ৭

সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

৭.১ আলোচ্য নীতিমালার সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

ক্রঃ নং	উদ্দেশ্য	কার্যাবলী	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন সহযোগী
	৩.১ কর্মকৌশলঃ দেশীয় শিল্পের বিকাশ				
১	স্থানীয় শিল্পসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি করা	সংযোগ স্থাপনে সক্ষম অধিক সংখ্যক সহায়ক শিল্প গড়ে তোলা	২০২৩-২০২৭	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, বিটিসি, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, বিসিএসআইআর, বিডা, বেজা ও বিসিক।	শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২		প্রযুক্তি ও জ্ঞান হস্তান্তরের জন্য বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করা	২০২৩-২০২৭	বাংলাদেশ ব্যাংক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বিডা, বেজা ও বেপজা।	অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩		উদ্যোক্তা ও ব্যবসার প্রচার বৃদ্ধিমূলক সেবাসমূহের উন্নতি সাধন করা	২০২৩-২০২৮	বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, বাংলাদেশ প্লাস্টিক পণ্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি, এসএমই ফাউন্ডেশন, ট্যারিফ কমিশন, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।	শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৪		কৌশলগত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নিবেদিত শিল্প পার্ক প্রতিষ্ঠা করা	২০২৩-২০২৮	বেজা, বেপজা, বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশন।	শিল্প মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৫		মাঝারি এবং উচ্চ-শ্রেণীর বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য ছাঁচ তৈরির কারখানা স্থাপন করা	২০২৩-২০২৮	বিটাক, এসএমই ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, ট্যারিফ কমিশন, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।	শিল্প মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ
	৩.২ কর্মকৌশলঃ প্লাস্টিক শিল্পের খ্যাতি প্রচার করা				
৬	প্লাস্টিক শিল্পের ইতিবাচক ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনা	বিদ্যমান সমস্যার মাত্রা মূল্যায়ন করতে এবং ‘সর্বোত্তম চর্চাসমূহ’ সুপারিশ করার লক্ষ্যে ধারণা বিষয়ক সমীক্ষা পরিচালনা করা	২০২৩-২০২৮	শিল্প মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, ট্যারিফ কমিশন ও বিসিক।
৭		আবর্তনশীল অর্থনীতির প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টি করা	২০২৩-২০২৭	পরিবেশ অধিদপ্তর ও শিল্প মন্ত্রণালয়	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

	৩.৩ কর্মকৌশলঃ প্লাস্টিক শিল্পের ভ্যালু চেইন বা মান শৃঙ্খল উন্নত করা				
৮	দেশীয় প্লাস্টিক শিল্পসমূহের সক্ষমতা তৈরি করা	ভবিষ্যত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তুলনামূলক ধারণা লাভের জন্য বিশদ পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ করা	২০২৩-২০২৫	শিল্প মন্ত্রণালয়	ট্যারিফ কমিশন, এসএমই ফাউন্ডেশন ও বিসিক।
৯		রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নকশা তৈরির সুবিধা প্রদানে কারিগরি সহায়তা কর্মসূচি প্রণয়ন করা	২০২৩-২০২৮	বিটাক, ইসিএল, পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।
১০		প্যাকেজিং, উৎপাদন এবং বিপণনের মান শৃঙ্খল বৃদ্ধি করতে ব্র্যান্ড তৈরি করার কর্মসূচি করা	২০২৩-২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বৈদেশিক মিশনসমূহ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ও WIPO	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, এসএমই ফাউন্ডেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও আন্তর্জাতিক সংস্থা.
	৩.৪ কর্মকৌশলঃ বৈশ্বিক বাজারে অভিগম্যতা বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব আরোপ				
১১	আন্তর্জাতিক বাজারে বর্ধিত অভিগম্যতা	অত্যাধুনিক প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা	২০২৩-২০২৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এসএমই ফাউন্ডেশন, বুয়েট	শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট/ডব্লিউটিও সেল
১২		বৈদেশিক বাজারের কমপ্লায়েন্স এবং প্রয়োজনীয়তা গুলোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা	২০২৩-২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই, বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড	পরিবেশ অধিদপ্তর/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
১৩		কমপ্লায়েন্স সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে পুনর্জীবিত করার জন্য পরামর্শদানমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা	২০২৩-২০২৮	বিশ্ববিদ্যালয়/শিক্ষা মন্ত্রণালয়	এসএমই ফাউন্ডেশন, বিটাক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি), বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট, বুয়েট
	৩.৫ কর্মকৌশলঃ দক্ষতা বিকাশ এবং প্রশিক্ষণ বাড়ানো				
১৪	মানব সম্পদ উন্নয়ন	এই খাতে চাহিদা-নির্ভর দক্ষতা প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা	২০২৩-২০২৮	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জনশক্তি, কমর্সংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	এনপিও, বুয়েট ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি

১৫		উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সরঞ্জাম বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২০২৩-২০২৮	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ/ বিআইএম	এনপিও/শিল্প মন্ত্রণালয়
১৬		উদ্যোক্তা তৈরি এবং আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২০২৩-২০৩০	এসএমই ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ও টিআইসিআই	শিল্প মন্ত্রণালয় ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
১৭		সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ)-এর মাধ্যমে গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ক তহবিল গঠন	২০২৩-২০২৫	অর্থ বিভাগ, পিপিপি কর্তৃপক্ষ, শিল্প মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্য ইনস্টিটিউট
১৮		শিল্প এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের ফোরাম তৈরি করা	২০২৩-২০২৭	কারিগরি প্রতিষ্ঠান/ বিশ্ববিদ্যালয়/ সমিতি	বিটাক, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি), বিসিএসআইআর /বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
১৯		প্লাস্টিক দ্রব্য নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানে দক্ষতার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র গড়ে তোলা	২০২৩-২০২৭	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, বুয়েট	Association
	৩.৬ কর্মকৌশলঃ অর্থায়ন ও কর প্রণোদনা লাভের সুযোগ				
২০	দেশীয় শিল্পসমূহের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা	প্লাস্টিক খাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প (এসএমই)-গুলোকে স্বল্প ব্যয়ে (তহবিলের খরচ + ৩%) ঋণ প্রদান	২০২৩-২০২৭	এসএমই ফাউন্ডেশন	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, শিল্প মন্ত্রণালয়
২১		ক্ষুদ্র অর্থায়ন (মাইক্রোফাইন্যান্স), ঋণের ঝুঁকি প্রশমনের ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম, হায়ার-পারচেজ, দ্বি-ধাপ ঋণ, বাণিজ্য ঋণ ইত্যাদি আর্থিক সহায়তা প্রদান	২০২৩-২০২৬	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, শিল্প মন্ত্রণালয়	এসএমই ফাউন্ডেশন
	৩.৭ কর্মকৌশলঃ ব্যবসায় উন্নয়ন পরিষেবাসমূহের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো				
২২	ব্যবসা পরিচালনায় স্বাচ্ছন্দ্য	নিবন্ধন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত ও প্লাস্টিক উৎপাদন কারখানা পরিচালনার জন্য সনদ প্রদান করতে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা	২০২৩-২০২৬	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বিসিক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বেজা	বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন,স্থানীয় সরকার বিভাগ, ওয়াসা, ডেসা, পরিবেশ অধিদপ্তর

	৩.৮ কর্মকৌশলঃ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার পদ্ধতির অনুশীলন				
২৩	কঠোরভাবে পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা	সকল প্লাস্টিক শিল্পে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রচলন করা	২০২৩-২০২৫	স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ/পরিবেশ অধিদপ্তর/শিল্প মন্ত্রণালয়/সিটি কর্পোরেশন/ বিদ্যুৎ বিভাগ/WASA/ বিস্ফোরক অধিদপ্তর
২৪		প্লাস্টিক উৎপাদনে নিয়োজিত সকল কারখানায় বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মসূচি পরিচালনা করা	২০২৩-২০২৫	পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি	পরিবেশ অধিদপ্তর/শিল্প মন্ত্রণালয়
	৩.৯ কর্মকৌশলঃ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনী উৎপাদনের প্রচার করা				
২৫	বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন	গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প, ইনকিউবেশন সেন্টার ও মেধাসম্পদ সনদায়ন সেন্টার পরিচালনা করার পাশাপাশি শিল্প এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানো, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বায়োপলিমার এবং বায়োডিগ্রেডেবল পলিমারের পুনর্ব্যবহার ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্লাস্টিক গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল (পিআরওএফ) গড়ে তোলা	২০২৩-২০২৮	অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি/এফবিসিসিআই